দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 JAN 1986
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

দূর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বি, এড, কোর্সের মূল্যায়ন

দূর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বি, এড কোর্সের জন্য যে মূল্যায়ন পদ্ধতির ব্যবহার করা হচ্ছে, বি, এড কোর্সের জন্য তার উপযোগিতা সম্পর্কে আমার মনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। যে কারণে আমার মনে এরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে তা নীচে ব্যক্ত করলাম। আশা করি এই কোর্সের বিজ্ঞ পরিচালকগণ আমার প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

আমার মনে হয় কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্য হল, ঐ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আনয়ন করা; যেন ঐ ব্যক্তি তার নিজ পেশায় অধিক দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন। বিএড কোর্সের মূল লক্ষ্য কি? একজন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন সাধন করা; যেন তিনি অধিকতর দক্ষ শিক্ষক হতে পারেন, তাই নয় কি? শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে একজন শিক্ষককে কি কি কাজ করতে হয়? শিক্ষকতার কাজ গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজের নমুনা হলো:

তাকে পাঠদানের পরিকল্পনা করতে হয়।

তাঁকে গুছিয়ে কথা বলতে হয়, বক্তৃতা দিতে ও বর্ণনা করতে হয়।

তাঁকে দলগত কাজ পরিচালনা করতে ও নেতৃত্ব দিতে হয়।

তাঁকে রেডিও, খবরের কাগজ, বক্তৃতা, সাহিত্যকর্ম-শিল্পকর্ম ইত্যাদি উৎস থেকে গুরুত্বপূর্ণ আবেদন ও তথ্য ব্যাখ্যা করতে হয়।

শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিধর্মী চিন্তা ও কাজকে পরিচালনা ও উৎসাহিত করতে হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনার সম্পাদনা করতে হয়।

বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অংশ গ্রহণ করতে হয় এবং নেতৃত্ব দিতে হয়।

প্রদর্শনমূলক পাঠদান করতে হয় ইত্যাদি।

আমার প্রশ্ন হল, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার সাহায্যে কি শিক্ষকের পেশাগত উপরোক্ত ধরনের আচরণ মূল্যায়ন করা সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তবে বি, এড কোর্সের জন্য দূর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর জন্য প্রকাশিত বইগুলোতে তার উদাহরণ দেওয়া হলো না কেন? কেন দূর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর অসংখ্য ভুলে পরিপূর্ণ বইগুলোতে নৈর্ব্যক্তিক এবং রচনামূলক উভয় ধরনের প্রশ্নমালা ব্যবহার করে সমাপ্তিমূলক প্রশ্নমালায় কেবল নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হলো?

আমার আর একটি জিজ্ঞাস্য বিষয় হলো, বি এড হচ্ছে উচ্চ শিক্ষার বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রী। উচ্চস্তরের এধরনের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্তরের জ্ঞানের অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান অনুধাবন, জ্ঞানের প্রয়োগ, জ্ঞানের সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি সকল স্তরের জ্ঞান এবং দৃষ্টিভংগীর প্রশ্নও এর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। দূর প্রশিক্ষণের পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালায় কি জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর এবং ক্ষেত্রের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তবে অন্ততঃ একটি প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে আমাদের বোঝান হোক যে, তাঁরা তা করেছেন। আর যদি না করে থাকেন, তবে দেশবাসীকে তথা শিক্ষকসমাজকে শিক্ষার নামে অপ্রাসঙ্গিক কিছু দেওয়ার যৌক্তিকতাও তাঁরা ব্যাখ্যা করবেন বলে আশা করি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার ব্যবহারের বিরোধিতা করি না। আমাদের বক্তব্য হলো যে, সব ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার ব্যবহার প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসঙ্গত, সেসব ক্ষেত্রে তা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ বিষয়ে (উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণের পরে)। তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার ব্যবহার সীমিত হতে বাধ্য।

আবুল কাশেম
সহকারী শিক্ষক,
রাজরামপুর হাইস্কুল, রাজশাহী।